সংবাদ

4 OCT 2012

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৯ আশ্বিন ১৪১৯
Dhaka : Thursday 4 October 2012

সম্পাদকীয়

এসব গুণ্ডা-বদমাশদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটিতে এসব গুণ্ডা-বদমাশ ছেলেপেলে আমরা চাই না। আমরা গরিব মানুষের টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালাই কি বদমাশ বানানোর জন্য?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। প্রায় প্রতিটি দৈনিকেই ছাত্রলীগের কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার ও লাঠি হাতে হামলা চালানোর সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষামন্ত্রীর এই তীব্র প্রতিক্রিয়া। শিবির কর্মীদেরও ইটপাটকেল ছোড়ার দৃশ্য ছাপা হয়েছে। সংঘর্ষে পাঁচজন গুলিবিদ্ধসহ ১৫ জন আহত হয়েছে বলে সংবাদ জানিয়েছে।

সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে টেলিফোনে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন; দিনের বেলা এত বড় তলোয়ার আর পিস্তল নিয়ে মারামারি করায় বিশ্ববিদ্যালয় থাকার আর কী দরকার।

মন্ত্রীর ভাষায়, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেব। প্রয়োজন নেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ানোর। পড়িয়ে লাভ কী।

শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরাও একমত পোষণ করি। কিন্তু প্রশ্নটি হলো যখন যে রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতাসীন হয় তখন তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটি ঠিক একই ঘটনা ঘটায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। অতীতেও পিস্তল, তলোয়ার হাতে প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হওয়ার সচিত্র খবর অসংখ্যবার পত্রিকার পাতায় এসেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠিসোঁটা, নাঙ্গা তলোয়ার ছাত্ররা পায় কোথা থেকে সেটা কি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের অজানা? সেখানে যদি ছাড় দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়, এরপরে এর প্রদর্শনে এবং ব্যবহারে উষ্মা প্রকাশ করার সুযোগ কোথায়? বস্তুত শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ বাধলে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র অবস্থান এবং হামলা এদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। এখন ছাত্রলীগ দেখাচ্ছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল দেখিয়েছিল। আর ছাত্রশিবির তো আগাগোড়াই সাংগঠনিকভাবে সব আমলেই অস্ত্রের মহড়া দিয়ে আসছে। প্রতিপক্ষের হাত-পায়ের রগ কাটার সংস্কৃতি তো তারাই চালু করেছে।

কাজেই আমরা দাবি করব আবেগী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ নয়, অস্ত্রের উৎস বের করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগসহ ছাত্র নামধারী অন্য সশস্ত্র ক্যাডারদের বের করে দিতে হবে এবং এদের গ্রেফতার করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন, যে দলেরই হোক সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা মন্ত্রীর এই আদেশের যথার্থ কার্যকারিতা দেখতে চাই। ছাত্র নামধারী যারা প্রকাশ্যে পিস্তল, তলোয়ার নিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করে, আহত করে, তারা আর যাই হোক, ছাত্র নয়। এদের প্রতিপালন না করলে রাজনৈতিক দিক থেকে, ক্ষমতাসীনদের কোন ক্ষতি নেই বরং লাভই হয়। অস্ত্রের মহড়া ও জ্ঞান অর্জন পাশাপাশি যে চলতে পারে না তা কিন্তু অতি সাধারণ একজন মানুষও জানেন। এদের প্রতিহত করতে সরকারের আন্তরিকতার মাত্রাও কিন্তু তারা পরিমাপ করতে পারেন।

সুতরাং আমরা চাই শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের বাস্তব প্রয়োগ হোক। তার উষ্মা প্রকাশকে কেউ যেন স্টান্টবাজি বলে ভুল না বোঝেন।

শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভের যথার্থ পরিণতি তখনই সম্ভব যখন ছাত্ররাজনীতি থেকে সন্ত্রাস এবং অস্ত্রবাজির সংস্কৃতি সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে। ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ ছাড়া এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, শেষ বিচারে ক্ষমতাসীন দলগুলোই ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজ পোষে। সন্ত্রাসের রাজনীতি জিইয়ে রাখে। শিক্ষামন্ত্রীর দলকেই ক্যাম্পাস-সন্ত্রাস এবং অস্ত্রবাজি বন্ধ করে সন্ত্রাসী-অস্ত্রবাজদের সমূলে ধ্বংস করতে হবে। সেটা কি তারা করবেন?